সংবাদ

তারিখ SEP. 10 2006
পৃষ্ঠা 10 কলাম 7

২০১৫'র মধ্যে সর্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ ব্যর্থ হবে

ইউনেস্কো

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকলেও ইউনেস্কো মনে করছে এ সময়ের মধ্যে কোনভাবেই দেশটি সর্বজনীন শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবে না।

কারণ হিসেবে ইউনেস্কো বলেছে, এফএ ডিক্লারেশন ১৯৯০, ই-৯ ডিক্লারেশন-নয়াদিল্লি ১৯৯৩ এবং ডাকার ফ্রেমওয়ার্ক অফ একশন ২০০১-এ বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০০২ সালের মধ্যে বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার হার শতকরা ৮০ শতাংশে উন্নীত করার ঘোষণা এবং ২০০৬-এ তা শতভাগে উন্নীত করার পরিকল্পনা থাকলেও ২০০৫-এর ইউনেস্কো রিপোর্ট অনুসারে দেশে এখনও মোট নিরক্ষরতার হার ৫৩ শতাংশ। যার মধ্যে বয়স্ক নিরক্ষরের হার ৫০ ভাগেরও বেশি। যথাযথভাবে বাংলাদেশে বয়স্ক শিক্ষাসহ সর্বজনীন শিক্ষার বিকাশ না ঘটায় ইউনেস্কো বাংলাদেশকে বিশ্বের আরও ৪০টি দেশের সঙ্গে 'লক্ষ্য অর্জন করতে পারার সম্ভাবনা খুব কম' ক্যাটাগরিতে রেখেছে। এ ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের সঙ্গে আফ্রিকার যুদ্ধবিধ্বস্ত এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশগুলোও রয়েছে।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে ইউনেস্কো এ তথ্য জানায়। সংবাদ সম্মেলনের বিষয় ছিল 'বয়স্ক শিক্ষা এবং বাংলাদেশে পরিবর্তনের হার।' বক্তব্য রাখেন ইউনেস্কো বাংলাদেশ প্রতিনিধি ওল্ফগ্যান ভলম্যান, প্রোগ্রাম অফিসার আবদুর রফিক। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এস এম মাহফিজুর রহমান।

অনুষ্ঠানে ভলম্যান বলেন, এমডিজি গোল অনুযায়ী বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশও সর্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; কিন্তু এক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বয়স্ক শিক্ষা। দেশে যতক্ষণ না বয়স্ক শিক্ষার হার শতভাগে উন্নীত করা যাবে ততক্ষণ কোনভাবেই সর্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্য অর্জিত হবে না। এখনও দেশটিতে ৫০ মিলিয়নের বেশি লোক নিরক্ষর রয়েছে। তারা নিজেদের নাম পর্যন্ত লিখতে পারে না, যা একটি ভয়াবহ ব্যাপার।

তিনি বলেন, এক্ষেত্রে সরকারসহ বিভিন্ন শিক্ষা সহকারী সংগঠনগুলোকে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। নইলে সহস্রাব্দের এমডিজি গোলের [illegible] সর্বজনীন শিক্ষা [illegible] বাংলাদেশের কাছে আরও ৫০ বছর পর্যন্ত স্বপ্নের কাছাকাছিই রয়ে যাবে।